সোনিয়ার উদয়

বাজপেয়ির অস্ত

লিখেছেন *কোলকাতা থেকে* **মুক্তি চৌধুরী**

না, এমনটা স্বপ্নেও ভাবেননি প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি, এভাবে ঘটে যাবে তাদের দল বিজেপি জোটের বিপর্যয়। 'আনলাকি থারটিন' যে তাঁকে সত্যি সত্যি ডুবিয়ে দেবে তা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেননি। বরাবরই তাঁর বিশ্বাস ছিল আনলাকি থারটিনের প্রতি। এবারও ছিল ফল প্রকাশের দিন 'আনলাকি থারটিন'। তবে দিনটি শুক্রবার ছিল না, ছিল বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার শাস্ত্রমতে শুভদিন। সেই শুভদিনেরই অপেক্ষা করছিলেন বাজপেয়ি। কারণ ১৩ সংখ্যাটি ছিল বাজপেয়ির পছন্দের। বিজেপির ছিল 'শুভ সংখ্যা'। ১৯৮৬ সালে প্রথম যখন বিজেপি ক্ষমতায় আসে তখন তাদের মেয়াদ ছিল ১৩ দিন। এরপর আবার ক্ষমতায় আসে ১৯৯৮ সালে। ক্ষমতায় ছিল

১৩ মাস। এরপর আবার ক্ষমতায় আসে ১৯৯৯ সালে। শপথ নেয় ১৩ অক্টোবর। এবার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয় ১৩ মে। কিন্তু এবার এই 'আনলাকি থারটিন' আর পার করতে পারেনি বাজপেয়িকে। ভরাডুবি হয় বাজপেয়ির। উদয় হয় সোনিয়ার।

কিন্তু কেন?

১৯৯৯ সালের ১৩ অক্টোবর বাজপেয়ির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ক্ষমতায় আসার পর তাদের ৫ বছরের মেয়াদ ফুরানোর কথা ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে। মেয়াদ ফুরানোর প্রায় ৬ মাস আগে বাজপেয়ি লোকসভা ভেঙে আগাম নির্বাচন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর কারণ, ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। ৪টি রাজ্যই ছিল কংগ্রেস শাসিত। দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়। নির্বাচনে বিজেপি দিল্লি বাদে ৩টি রাজ্যে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। দিল্লিতে জয়ী হয় কংগ্রেস। বিজেপির এই বিপুল বিজয়ে এনডিএ শরিকরা নিশ্চিত হয় এখন দেশের যে রাজনৈতিক আবহাওয়া তা বিজেপির পক্ষেই। সুতরাং এই মুহূর্তে লোকসভার নির্বাচন দিলে বিজেপি শরিকদের জয় অবশ্যম্ভাবী। সেই লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশে লোকসভা ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। রাষ্ট্রপতি ভেঙে দেন লেকসভা। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০, ২২, ২৬ এপ্রিল এবং ৫ ও ১০ মে পাঁচ দফায়। লোকসভায় ৫৪৩ আসনে।

শুধু তাই নয়, এনডিএ'র সবচেয়ে 'বড় বন্ধু' চন্দ্রবাবু নাইডুও তার রাজ্যে আগাম বিধানসভা নির্বাচন করার জন্য অন্ধ্র প্রদেশের বিধানসভাও ভেঙে দেন। চন্দ্রবাবুর ধারণা ছিল রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের ন্যায় তিনিও পার পেয়ে যাবেন। ফলে, লোকসভার সঙ্গে অন্ধ্র প্রদেশে বিধানসভারও নির্বাচন হয়।

কিন্তু ফলাফলে উল্টে যায় সব হিসাব, বুথ ফেরত সমীক্ষা, প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষা, ভোট বিশেষজ্ঞদের হিসাব-নিকাশ। ১৩ মে লোকসভার ফলাফল প্রকাশের আগে ১১ মে বের হয় অন্ধ্র প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ফলাফল। ফলাফল চলে যায় কংগ্রেসের হাতে। ২৯৪ আসনের বিধানসভায় কংগ্রেস পায় ১৮৫টি আসন। আর চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিপি) পায় মাত্র ৪৭টি আসন। শুধু তাই নয়, এই রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে সিপিআই(এম) পায় ৯টি ও সিপিআই পায় ৬টি আসন। চন্দ্রবাবু জিতলেও হেরে যান তার মন্ত্রিসভার ২৮ জন সদস্য। নির্বাচনের পর প্রথম অন্ধ্র প্রদেশের খবর শোনার পর অনেকটা ঘাবড়ে যায় বিজেপি। তাদের মনে আতঙ্ক দানা বেঁধে ওঠে। সত্যি যদি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে লোকসভার ফলাফলের ক্ষেত্রে? এই শঙ্কা নিয়ে দিন কাটানোর নামে এসে যায় সেই 'অভিশপ্ত আনলাকি থারটিন' ১৩ মে। রাষ্ট্রে ফল জানা যায় ৫৪৩টির মধ্যে ৫৩৯টির। তাতে দেখা যায় কংগ্রেস জোটের ভাগে পড়েছে ২১৯টি। বিজেপি জোট পেয়েছে ১৮৮ এবং অন্যরা পেয়েছে ১২৯টি আসন। অন্যান্য এই ১২৯টির মধ্যে রয়েছে ৬৬টি কেবল বামপন্থিদের।

শুধু তাই নয়, তামিলনাড়ুর ৩৯টি আসনের মধ্যে এবার একটি আসনও পায়নি বিজেপি জোট প্রার্থীরা। মুখমন্ত্রী জয়ললিতার এআইএডিএমকে (AIADMK) জোট বেঁধেছিল বিজেপিকে নিয়ে। হিমাচল প্রদেশ, জম্মু কাশ্মীর, কেরালা, মনিপুর, নাগাল্যান্ড সিকিম, ত্রিপুরা, আন্দামান, চন্ডিগড়, দাদরা, নগরহাভেলি এবং পন্ডিচেরীতেও আসন পায়নি বিজেপি। ভূপেন হাজারিকার মতো প্রখ্যাত শিল্পী বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়ে জিততে পারেননি আসামের গুয়াহাটি আসনে। জিতেছেন কংগ্রেস প্রার্থী কৃপ চালিহা। ভূপেন হাজারিকাকে তিনি হারিয়েছেন ৭২ হাজার ৮৪৯ ভোটের ব্যবধানে।

যদিও এবারের ভোটে বিজেপি জোট অপেক্ষাকৃত ভালো করেছে বিহার, গুজরাট, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তরাঞ্চল রাজ্যে। দিল্লির ৭টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে মাত্র ১টি আসন। বাকি ৬টি কংগ্রেস। কংগ্রেস ভালো করেছে অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল, জম্মু কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড় ও দিল্লিতে। দাঙ্গা বিধ্বস্ত গুজরাটে ২৬ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ছিনিয়ে

ইটালি থেকে ভারত সোনিয়ার যাত্রা

লিখেছেন *ইটালি থেকে* **মাহবুব রেজা**

আমার সঙ্গে যে ছেলেটি কাজ করে ওর নাম স্টিফানো। মিলানো'তে বাড়ি। বয়স ২৪। সেই আমাকে প্রথম খবরটা জানালো, তাদের দেশের মেয়ে সোনিয়া ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। খবরটা তাদের জানিয়ে সত্যি সত্যি সুখবর সেটা জানাতে সে ভুললো না। স্টিফানো জানালো সে এই সুখবরটা আরো অনেককে জানিয়েছে। এমনিতেই ইটালিয়ানরা মারাত্মকভাবে ভারতপ্রেমী। খবরের কাগজের সুবাদে পুরো ইউরোপে খবরটা বেশ আলোড়ন তুলেছে।

গত কয়েক দিনের ইটালির জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রথম পাতায় সোনিয়া গান্ধীর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার খবরটা বড় করে ছাপা হয়েছে। লালপাড়ের সাদা শাড়ি পরিহিত সোনিয়া গান্ধী প্রণামের ভঙ্গিমায়, এই ছবি প্রায় সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হবার খবর। ইটালিয়ানরা খুব খুশি। বাস, ট্রাম, ট্রেন সব জায়গায় একই আলোচনা। তারা খুশি এই ভেবে যে, তাদের মেয়ে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন।

নির্বাচনের আগে বিজেপির প্রচার প্রপাগান্ডায় সবাই ধরে নিয়েছিল এবারো বুঝি বিজেপি নির্বাচনে জিতবে এবং সরকার গঠন করবে। সপ্তাহে একদিন বাংলাদেশ থেকে পত্রিকা আসে, তাও কখনো কখনো আসে না। তাই খবরাখবর রাখা হয় না। যাও রাখি তাও আবার লেট লতিফ জাতীয়।

স্টিফানোর মতো আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেলো তারা কি পরিমাণ খুশি হয়েছে এই খবরটা জেনে। কেন তারা এতোটা খুশি? এর কারণ জানতে চাইলে তারা জানিয়েছে, প্রথমত, সোনিয়া তাদের দেশের মেয়ে, দ্বিতীয়ত, ভারতের মতো এতো

বড় দেশে কংগ্রেসের মতো একটা দলের নেতৃত্ব দিয়ে সোনিয়া সার্থক হয়েছেন। অন্য শরিক দলের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার ব্যাপারে এক হয়ে কাজ করে বিজেপি'র মতো উগ্র জাতীয়তাবাদী দলকে হারিয়েছেন এর সব কৃতিত্ব তারা সোনিয়া গান্ধীকে দিতে রাজি। এই কারণে তারা বেশি খুশি সোনিয়ার ওপর। তারা এটাও বলাবলি করছে সোনিয়ার মতো মেয়ে এখন ইটালিতেই দরকার, কারণ বর্তমান ইটালিয়ান প্রধানমন্ত্রী বার্লুসকুনি অত্যন্ত উগ্র এবং ফ্যাসিবাদী চরিত্রের। তারা এর পরিবর্তন চান। বিশেষ করে ইরাক আগ্রাসনে বুশকে ইটালির সমর্থন করা বেশিরভাগ মানুষ সহজে মেনে নিতে পারেনি।

সোনিয়া ইটালির তুরিন শহরের মেয়ে। তুরিন থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরের গ্রাম অরবাসানো। এই গ্রামে জন্মেছেন সোনিয়া। তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বড় হয়ে কেমব্রিজে পড়তে এসে প্রেমে পড়ে যান দু'জন দু'জনের। ইন্দিরা গান্ধীর বড় ছেলে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে পরিচয়, তারপর প্রেম এবং বিয়ে। ১৯৬৮ সালের কথা। প্রথম প্রথম খুব সমস্যা হতো সোনিয়ার সবকিছু মানিয়ে চলতে। আর গান্ধী পরিবারের নিয়মকানুন ছিল খুব কড়া। এক খাবারের টেবিলেই অনেক সময় কাটাতে হতো তাকে। শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধী সারাদিন ব্যস্ত থাকেন রাজনীতি নিয়ে। পরিবারকে সময় দিতে পারেন না। তাই খাবার টেবিলে যতটুকু পারা যায় সময় দিতেন। এটা ওটা নিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে আলোচনা করতেন। মতবিনিময় করতেন। রাজনীতির কথা বলে পারস্পরিক মতের আদান-প্রদান করতেন, তাও আবার হিন্দিতে। সোনিয়া বেচারি হিন্দি তেমন একটা বুঝতেন না। ফলে তাকে নীরব শ্রোতার ভূমিকা নিতে হতো। ইন্দিরা গান্ধী সোনিয়া গান্ধীকে খুব পছন্দ করতেন। ইন্দিরা সোনিয়ার হিন্দি শেখানোর জন্য একজন শিক্ষক রেখে দেন। তারপর থেকে সোনিয়া থেমে থাকেননি। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেছেন। দেখেছেন, শিখেছেন।

স্বামী সংসার নিয়ে ভালোই ছিলেন সোনিয়া। কিন্তু '৮৫ সালে চোখের সামনে শাশুড়ির মৃত্যু দেখলেন। আততায়ীর গুলিতে সে কি করুণ মৃত্যু! রাজনীতির সহিংসতার প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠলো তার। রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের হাল ধরলেন। প্রথমে রাজীব রাজি ছিলেন না। শান্ত প্রকৃতির রাজীবকে রাজনীতি তেমন একটা টানতোও না। তবুও রাজনীতিতে জড়িয়ে পরবর্তীতে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। সোনিয়া রাজীবের পাশে ছায়ার মতো থাকলেন। যেকোনো প্রয়োজনে রাজীব সোনিয়ার পরামর্শ নিতেন। সোনিয়ার মতামতকে গুরুত্ব দিতেন রাজীব। রাজীব গান্ধী মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন সোনিয়া ভুল সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। এভাবেই চলছিল। ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধী তার মায়ের মতোই নৃশংসভাবে নিহত হন। সোনিয়া স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। সুদূর ইটালির মেয়ে হয়েও সে রাজীবের ভালোবাসায় সাড়া দিয়ে ভারতে এলেন। ঘর-সংসার করলেন। নাগরিকত্ব নিয়ে ভারতীয় হলেন, ছেলেমেয়েকে ভারতীয় শিক্ষায় বড় করলেন- সেই ভারতের মানুষই তার স্বামীকে এভাবে মেরে ফেললো? রাজনীতির প্রতি ঘৃণায়, অভিমানে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন সোনিয়া। এটা কি করে সম্ভব? এও কি সম্ভব?

মৃত স্বামীর চিতা জ্বলছে। সোনিয়া তার দুই ছেলেমেয়েকে ধরে চিতার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন স্বামীর জ্বলতে থাকা চিতা। সবকিছু পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সোনিয়ার। ছেলেমেয়েকে নিয়ে তিনি আগুনের লেলিহান শিখার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এ দৃশ্য দেখে সারা

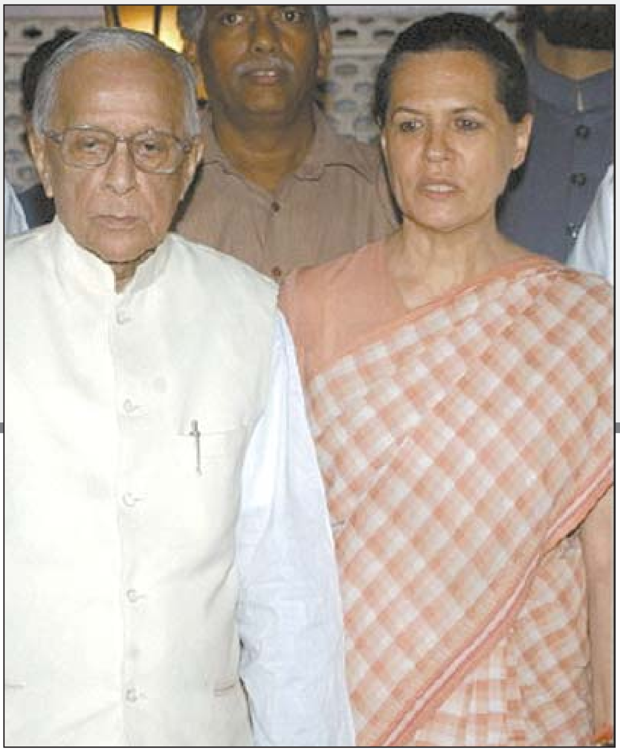

নিয়েছে ১২টি আসন।

যেসব ভিআইপি প্রার্থী জিতলেন

বিজেপির প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি, উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানি, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, জগদীশ টাইটেলার, শংকর সিং বাঘেলা, কপিল সিবাল, অজিত যোগী, জয়পাল রেড্ডি, কমল নাথ, পি চিদম্বরম, মেনকা গান্ধী, পিএ সাংমা, সুশীল কুমার মোদী, ইয়েরান, নাইডু, বিজয় কুমার মালহোত্রা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখর, বেনুকা চৌধুরী, রাব বিলাস পালোয়ান, সাবেক ক্রিকেটার নবজ্যোৎ সিং সিধু, লালুপ্রসাদ যাদব, মায়াবতী, মুলায়ম সিং যাদব, মীরা কুমার, সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া, সুরেশ প্রভু, মেহবুবা মুফতি, নীতিশ কুমার, মনোহর যোশী, মনিশঙ্কর আইয়ার, ওমর আবদুল্লাহ, অনন্ত গীতে, সুরেশ বালমাদি, আন্তলে, সন্তোষ মোহন দেব, প্রণব মুখার্জী, গণি খান চৌধুরী, প্রিয়জন দাসমুন্সী প্রমুখ।

যারা হারলেন

প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকা, মন্ত্রী আইভি স্বামী, বুটা সিং, বলরাম জাফর, মন্ত্রী

বিশ্বের মতো ভারতের সাধারণ মানুষও অভিভূত হয়ে গেলেন। কতটা আত্মবিশ্বাস আর লড়াই করার দৃঢ়চেতা মনমানসিকতা থাকলে এভাবে স্বামীর চিতার পাশে ছেলেমেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পারেন সেই দৃশ্য। স্বামীর শেষ দৃশ্য, সেদিন নতুন এক সোনিয়া গান্ধীকে আত্মপ্রত্যয়ীর ভঙ্গিতে সারা বিশ্বের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল।

কখনো রাজনীতি করবেন না সোজাসাপটা জানিয়ে দিয়েছিলেন সবাইকে। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে দল তখন ভাঙনের মুখোমুখি। সাধারণ মানুষ তখন সোনিয়ার পায়ের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কাকুতি-মিনতি করলো, 'মাইজি আপনাকে আসতে হবে, কংগ্রেসকে বাঁচাতে হবে।' সাধারণ মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেননি সোনিয়া। দলের হাল ধরলেন, এলেন রাজনীতিতে, নইলে কংগ্রেস ভেঙে যেতো। গান্ধী পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতো। সোনিয়া পরিবারের যেমন হাল ধরেছিলেন, কংগ্রেসেরও হাল ধরলেন। সোনিয়া আসায় দলের রাজনীতিতে পরিবর্তন এলো। কংগ্রেসের পালে লাগলো নতুন বাতাস, এগিয়ে যেতে থাকলো কংগ্রেস। '৯৮-এ রাজনীতিতে এসে পরের বছর লোকসভার দুই আসন থেকে নির্বাচিত হলেন বিপুল ভোটে। সোনিয়ার রাজনীতিতে আসাকে অনেকেই সহজভাবে নিতে পারেননি। তারা প্রচার শুরু করলেন সোনিয়া বিদেশিনী। সোনিয়া এই সব কথার উত্তর আজ পর্যন্ত দেননি। দেবার প্রয়োজন মনে করেননি এখনো। শুরু থেকেই সোনিয়া বিরোধীদের সমীহ করে এসেছেন। তাদের কথার পাল্টা জবাব যেমন দেননি, তেমনি নিন্দা বা সমালোচনা করেননি। এসব বিষয়ে দারুণ অপছন্দ করেন সোনিয়া। সবার কথা শুনেছেন কিন্তু কোনো দাঁতভাঙা জবাব তিনি আজ পর্যন্ত বিরোধীদের দেননি। সোনিয়ার এই আচরণে বিরোধী শিবির যারপরনাই অবাক হয়েছে।

সোনিয়া গান্ধী সব সময়ই কাজে প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করেন তিনি কে এবং কি? এবারের নির্বাচনে সোনিয়া যে দুটো কৌশল গ্রহণ করেছিলেন তা তার দলের অনুকূলে কাজ করেছে। প্রথমত, সারা দেশে রেকর্ডসংখ্যক নির্বাচনী জনসভা, জনসমাবেশে তিনি রাতদিন জনসংযোগ করে মানুষকে অবাক করে দিয়েছেন। সারা দেশের ৫৪টি নির্বাচনী এলাকায় সোনিয়া নির্বাচনী জনসভা করেছেন। সাধারণ মানুষের ঘরে গিয়ে তাদের বুঝেছেন, তাদের বুঝিয়েছেন আগামীতে তাদের দল কি চায়? কি করবে? হিন্দি ভাষায় পরিষ্কারভাবে সোনিয়া ভোটারদের বুঝিয়েছেন তার দল তাদের পাশে ছিল এবং থাকবে সবসময়। ভোটাররা আরো একটি ব্যাপারে অবাক হয়েছেন সোনিয়ার একটি আচরণ দেখে, তা হলো সোনিয়া কখনো তার বিরোধীদের ব্যাপারে কোনো নিন্দাসূচক বাক্য প্রয়োগ করেননি। দ্বিতীয়ত, সারা দেশে ৫০ হাজার কি.মি সড়কে রোড শো করে পুরো নির্বাচনী আমেজকে পাল্টে দিয়েছিলেন সোনিয়া। রাজনীতিবিদরা সোনিয়ার এই রোড শো'কে নতুন মাত্রায় দেখেছেন।

রাজীব-সোনিয়া তনয় রাহুল গান্ধীও এবার উত্তর প্রদেশ আমেথি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। রাহুলকে নিয়েও নতুন উন্মাদনা শুরু হয়েছে। রাহুল এই উন্মাদনার জবাব দিয়েছেন ঠান্ডা গলায়। 'আমাকে আমার বাবার জায়গায় দেখলে আপনারা ভুল করবেন, আমি মায়ের মতো কাজ করে যেতে চাই'। রাহুল গান্ধী বলেন, বাবার মতো মাও আমার হিরো। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে মা সম্পর্কে রাহুলের এই উত্তর। রাহুল বলেন, 'আমার দাদী যখন মারা যান তখন মাকে লড়াই করতে দেখেছি। যেদিন আমার বাবা মারা যান তখনও মাকে লড়াই করতে দেখেছি, তার পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় তখন আমি দেখেছি মাকে লড়াই করতে এবং মা সেই লড়াইয়ে জিতে গেছেন প্রবলভাবে।' প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও মায়ের পাশে থেকে সাহস এবং প্রেরণা জুগিয়েছেন।

এদিকে বিজেপি সভাপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু নির্বাচনী ফলাফলকে বড় ধরনের ধাক্কা বলে অভিহিত করেছেন এবং নির্বাচনী ব্যর্থতার দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাজপেয়ি তাকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, আপনি পদত্যাগ করলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। তার চেয়ে আসুন সামনের দিনগুলোতে আরো ভালোভাবে কাজ করি। মানুষের কাছে যাই, তাদের বুঝিয়ে বলি আমাদের দুর্বলতার কথা। সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তবে বিজেপি নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নিয়ে বিরোধী আসনে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করে বলেছে, ৪৫ বছর বিরোধী দলে ছিলাম, আবার না হয় যাবো ক্ষতি কি! তাই বলে বিজেপি নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী ফলাফলকে সূক্ষ্ম কারচুপি বলে গলা ভাঙেননি।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং সোনিয়া গান্ধীর হয়ে সব শরিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময় করেছেন। বাম দলের নেতাদের সঙ্গে ভিপি সিং ইতিবাচক আলোচনা সেরেছেন। সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়াসহ সমমনা সব বাম দলের সঙ্গে ভিপি সিং কথা বলেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ভিপি সিং বলেছেন, শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার চলতে

ড. পুরলী মনোহর যোশী, মন্ত্রী রাম নাইক, মন্ত্রী শারদ যাদব, মন্ত্রী জগমোহন, বিজেপি নেতা বিজয় গোয়েল, কংগ্রেস নেতা পিএম সাইদ, মন্ত্রী বঙ্গারু দত্তাত্রেয়, পাপ্পু যাদব, মি. কে. জাফর শরীফ, মন্ত্রী শাহনেওয়াজ হুসেন, আরিফ মুহম্মদ, স্পিকার মনোহর যোশী, শান্তা কুমার, বিদ্যাবরণ শুকলা, শিবরাজ পাতিল, সুরেশ প্রভু, মন্ত্রী যশোবন্ত সিং, সাবেক ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ, চেতন চৌহান, মন্ত্রী সাহিব সিং বর্মা, বিনয় কাটিয়ার, সিপি ঠাকুর, সাবেক মন্ত্রী অজিত পাঁজা, কোলকাতার মেয়র সুব্রত মুখার্জি, মন্ত্রী তপন শিকদার, মন্ত্রী সত্যব্রত মুখার্জি প্রমুখ।

আর তারকা প্রার্থীদের মধ্যে জিতেছেন সুনীল দত্ত (কংগ্রেস), গোবিন্দা (কংগ্রেস), ধর্মেন্দ্র (বিজেপি), বিনোদ খান্না (বিজিপি), জয়াপ্রদা (সমাজবাদী পার্টি) প্রমুখ। হেরেছেন স্মৃতি ইরানি, নাফিলা আলী, মৌসুমী প্রমুখ।

আস্থাহীন জনমত সমীক্ষা

মূলত এবারের নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে বিজেপি জোটকে সবচেয়ে বেশি চাঙা করে ফেলেছে বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা। নির্বাচনের আগে যেসব প্রাক জনমত সমীক্ষা বের হয় তার সব ক'টিতেই বিজেপি জোটের জয়ের ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়। স্টার নিউজ, জিটিভি, এনডিটিভি ও দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা, দ্য উইক, ইন্ডিয়া টুডে, আউট লুক পত্রিকা তাদের সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেয় কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতছে বিজেপি জোট। স্টার বলেছে, বিজেপি জোট পাবে ২৭১-২৮৩, জিটিভি ২৬৫+, এনডিটিভি/এক্সপ্রেস ২৮৭-৩০৭, দ্য উইক ২৩০-২৬৫, ইন্ডিয়া টুডে ৩৩০-৩৪০ এবং আউটলুক বলেছে, ২৮০-২৯০ আসন পাবে। এদের হিসাবে কংগ্রেসকে দেয়া হয় যথাক্রমে ১৫৮-১৭০, ১৯৬+, ১৪৩-১৬৩, ১৭০-২০০, ১০৫-১১৫, ১৫৯-১৬৯।

একইভাবে বুথ ফেরত সমীক্ষায় স্টার নিউজ, আজতক, সাহারা টিভি, জি নিউজ, এনডিটিভি ইঙ্গিত দেয় বিজেপি জোটের বিপুল জয়ের। স্টার নিউজ বলেছে, বিজেপি জোট পাবে ২৬৩-২৭৫, আজতক ২৪৮, সাহারা টিভি ২৬৩-২৭৮, জি নিউজ ২৪৯, এনডিটিভি ২৩০-২৫০ আসন পাবে। অন্যদিকে এরা কংগ্রেসকে দিয়েছে যথাক্রমে ১৭৪-১৮৬, ১৮৯, ১৭১-১৮১, ১৭৬, ১৯০-২০৫টি আসন।

অথচ চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেলো উল্টো চিত্র। কোনো সমীক্ষায়ই প্রকৃত রেজাল্টের কাছাকাছি দিয়েও হাঁটতে পারেনি। কংগ্রেস জোট পায় ২১৯, বিজেপি জোট ১৮৮ আর অন্যরা পায় ১২৯ আসন। এই ১২৯ জনের মধ্যে রয়েছে ৬৬ বামপন্থী সাংসদ।

পারে। কিন্তু এটা আদর্শের লড়াই। তাই বিজেপি বিরোধী সব দলকে এক জায়গায় আসতে হবে। ভিপি সিং জ্যোতি বসুর সঙ্গে একান্তে কথা বলেছেন। তবে এটা শতভাগ নিশ্চিত যে আগামী দু'একদিনের ভেতর কংগ্রেস সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বাম দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে। এখানে একটা বিষয় কংগ্রেস পরিষ্কার করেছে যে, কংগ্রেস তার শরিফ দলগুলোর ভেতর থেকে মন্ত্রিত্ব ভাগাভাগি করার ব্যাপারে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলবে এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় তাদের হাতে রেখে দেবে। যাতে পরে কোনো টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি না হয়। তবে কংগ্রেস তার শরিক ও বাম দলগুলোর ব্যাপারে ছাড় দেবে।

রাজীব গান্ধী মারা যাবার ১৩ বছর পর গান্ধী পরিবার আবার প্রধানমন্ত্রিত্ব পাচ্ছে এটা অনেক বড় ফ্যাক্টর। আর এই ফ্যাক্টর ইস্যুতে কোনোরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি যাতে না হয় কংগ্রেস সেদিকে ষোলোআনা খেয়াল রাখবে। দলের ভেতর-বাইরে যেন এলোমেলো অবস্থার সৃষ্টি না হয়, সোনিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নটি সবার সামনে চলে এসেছে, আর যেন ভুল না হয়।

কংগ্রেস সরকার গঠনের আগেই একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে চমকে দিয়েছে। সেটা হলো রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলো বেসরকারিকরণের কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মুম্বাই ও জাতীয় স্টক একচেঞ্জে গত ১৪ মে ব্যাপক দরপতন ঘটে। তিন শতাধিক পয়েন্ট হারিয়ে মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ৫ হাজার পয়েন্ট ছুঁই ছুঁই করছে। তবে ঐ দিনই সাবেক কংগ্রেস নেতা মনমোহন সিং জানান, সরকার সংস্কারের ধারা থেকে সরে আসবে না। তবে কৃষি খাতে কংগ্রেস সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।

কংগ্রেসের বিজয়ে সারা ভারত আনন্দে মাতোয়ারা। উপমহাদেশে নতুন করে রাজনীতির হিসাব-নিকাশ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন রাজনীতিবিদরা। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ যেভাবে উপমহাদেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো কংগ্রেসের এই জয় শুভ ইঙ্গিত বহন করবে সুস্থ রাজনীতির ক্ষেত্রে এটাও সত্য।

সবকিছুর ওপর ধর্ম, এটা মেনে নিয়ে সোনিয়া গান্ধীর হাতে সেই অস্ত্রই তুলে দিয়েছে সাধারণ ভোটাররা। সোনিয়া গান্ধী কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে পরীক্ষা দেবেন। আর সোনিয়া গান্ধীকে দেখে আমাদের দুই নেত্রী সুস্থ রাজনীতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবেন সে রকম আশা আমরা সাধারণ ভোটার আশা করি। আশা করাটা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য দোষের কিছু নয়।

পশ্চিমবঙ্গ

এবার শুধু গোটা দেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও দেখা গেল অভূতপূর্ব ফলাফল। কোলকাতার তিনটি আসন দীর্ঘদিন ধরেই কব্জা করে রেখেছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসিরা। এবার সেই তিনটি আসনের দুটি আসন ছিনিয়ে এনেছে বামপন্থীরা। একটি পারেনি। সেটি মমতার। দক্ষিণ কোলকাতা আসন।

পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনের মধ্যে এবার বামফ্রন্ট পেয়েছে ৩৫টি। কংগ্রেস পেয়েছে ৬টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১টি আসন। বিজেপি এবার হারিয়েছে তাদের দুটি আসনই। কৃষ্ণনগর এবং দমদম আসন। এ দুটি আসনের দু'প্রার্থীই ছিলেন বিজেপির দু'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তপন শিকদার ও সত্যব্রত মুখার্জি। তারা হেরেছেন যথাক্রমে অমিতাভ নন্দী ও প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ জ্যোতির্ময়ী সিকদারের কাছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের ৩৫টি আসনের মধ্যে রয়েছে সিপিআই (এম)-এর ২৬, সিপিআই-৩, ফরোয়ার্ড ব্লক ৩, আরএসপি ৩।

এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় ঘটেছে তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূল কংগ্রেসের ৮টি আসন কমে এবার গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ১টিতে।

কেন তৃণমূলের বিপর্যয়

তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিপর্যয়কে এখনো মেনে নিতে পারেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, এই হার আমি মানছি না। তাঁর অভিযোগ, সিপিএম পুলিশ নিয়ে গোটা রাজ্যে রিগিং করেছে। নির্বাচন কমিশনার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিল, তা রাজ্য সরকার কার্যকর করেনি। তিনি আরো দাবি করেছেন, কেবল রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হলেই এখানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে।

এদিকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মমতার স্বৈরাচারী মনোভাব, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বারবার বিসর্জন দিয়ে এনডিএতে আসা-যাওয়াকে কোলকাতার ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ সুনজরে নেয়নি। বিশেষ করে গুজরাট কান্ডে পর মমতার ভূমিকাকেও এ রাজ্যের মানুষ মেনে নেয়নি। এসব কারণেই মমতা নিজেকে যত ধর্মনিরপেক্ষ নেত্রী বলুক না কেন, অনেকেই এটা মেনে নেয়নি। ফলে, গত বছর মমতা যেখানে ২ লাখ ১৪ হাজার ভোটে জিতেছিল, এবার সেখানে জিতেছে মাত্র ৯৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে। আর সে কারণেই মমতার দলের প্রার্থীদের এবার প্রত্যাখ্যান করেছে রাজ্যবাসী। নইলে কোলকাতার মেয়র সুব্রত মুখার্জির মতো একজন কাজের মানুষকে হারতে হয় সিপিএমের একজন সাধারণ নেতা সুধাংশু শীলের কাছে?

বিজেপি মুছে গেল পশ্চিমবঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাট থেকে বিজেপির শেষ চিহ্নটুকু এবার মুছে গেল। ৪২ আসনের লোকসভায় ছিলেন ২ সাংসদ আর ২৯৪ আসনের বিধানসভায় ছিলেন মাত্র ১ জন বিধায়ক। এবারের নির্বাচনে দু'সাংসদই হেরে যান সিপিএম প্রার্থীদের কাজে। ফলে, লোকসভায় আর এ রাজ্য থেকে বিজেপির কোনো নেতার কণ্ঠ শোনা যাবে না। রাজ্যপাট থেকে মুছেও গেল দু'সাংসদের অস্তিত্ব। যদিও বিজেপি নেতৃবৃন্দ বলেছে, তারা নতুনভাবে সাজাবে এই রাজ্যে বিজেপিকে। সামনে ২০০৬ সালে বিধানসভার ভোট। তার আগেই তাদের নয়া উদ্যমে নামতে হবে।

কেন বিজেপির এই হার

আটঘাট বেঁধেই এবার নির্বাচনী প্রচারে নেমেছিল বিজেপি। উদ্দেশ্য, দিল্লির মসনদ দখলে রাখা। প্রচারে এনেছিল 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর, 'ভারত উদয় যাত্রা'র মতো কর্মসূচি। উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানি ১০ মার্চ ভারতের সর্ব দক্ষিণের রাজ্য তামিলনাড়ুর কন্যা কুমারী থেকে শুরু করেছিলেন ভারত উদয় যাত্রা। প্রথম পর্বের এই যাত্রা শেষ হয়েছিল ২৬ মার্চ উত্তর পাঞ্জাবের অমৃতসরে। আবার দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা শুরু হয় ৩০ মার্চ পশ্চিমের গুজরাটের পোর বন্ধ থেকে আর শেষ হয় পূর্বের উড়িষ্যার পুরীতে। এই ভারত উদয় যাত্রায় আদভানি শুধু প্রচার করেছেন রামমন্দির প্রতিষ্ঠা আর সোনিয়ার 'বিদেশিনী' ইস্যু। এ নিয়ে তিনি কম তুলোধুনো করেননি গান্ধী পরিবারকে। 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর শেষ পর্যন্ত সোনিয়ার বিদেশিনী ইস্যুতে গিয়ে ঠেকে। শুধু তাই নয়, তিনি মানেকা তনয় বরুণ গান্ধীকে

ভারতের লোকসভা নির্বাচন ২০০৪

এক দৃষ্টিতে বিভিন্ন রাজ্যের ফলাফল

রাজ্য	কং জোট	বিজেপি জোট	অন্যান্য	রাজ্য	কং জোট	বিজেপি জোট	অন্যান্য
অন্ধ্র প্রদেশ	৩৪	৫	৩	উড়িষ্যা	৩	১৮	০
অরুণাচল	০	২	০	পাঞ্জাব	২	১১	০
আসাম	১০	১	৩	রাজস্থান	৪	২১	০
বিহার	২১	১৪	১	সিকিম	০	০	১
গোয়া	১	১	০	তামিলনাড়ু	৩৫	০	৪
গুজরাট	১২	১৪	০	ত্রিপুরা	০	০	২
হরিয়ানা	৮	১	১	উত্তর প্রদেশ	১০	১৩	৫৮
হিমাচল	৪	০	০	ছত্তিশগড়	১০	১	০
জম্মু কাশ্মীর	৪	০	৩	ঝাড়খন্ড	১৩	১	১
কর্ণাটক	৮	১৮	২	উত্তরাঞ্চল	১	৪	০
কেরালা	১	০	১৯	আন্দামান	১	০	০
মধ্যপ্রদেশ	৪	২৪	১	চন্ডিগড়	১	০	০
মহারাষ্ট্র	২৩	২৪	১	দাদরা হাভেলি	০	০	১
মনিপুর	১	০	০	দমনদিউ	০	১	০
মেঘালয়	১	১	০	দিল্লি	৬	১	০
মিজোরাম	০	১	০	লাক্ষাদ্বীপ	০	১	০
নাগাল্যান্ড	০	০	১	পন্ডিচেরী	১	০	০
পশ্চিমবঙ্গ	৬	১	৩৫				

দিয়েও কম কথা বলাননি। বলিয়েছেন, সোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা নেই। তিনি বিদেশিনী ইত্যাদি। এসব ঘটনাকে আর ভারতের সাধারণ মানুষ ভালো চোখে নেননি। দ্বিতীয়ত, গুজরাটে ২০০১ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাকেও মেনে নিতে পারেনি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বহু মানুষ। এসব ঘটনার প্রভাব দারুণভাবে এসে পড়ে ভোটের বাজারে। ফলে যতটা উল্লাস নিয়ে বিজেপি প্রচার চালায়, কার্যত দেখা যায়, সেই প্রচারে খুব কমই সাড়া মিলেছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। ফলে, বিপর্যয় ঘটে বিজেপির। অন্যদিকে কংগ্রেস এসব ইস্যুকে পাত্তা না দিয়ে বরং তারা প্রতিটি রাজ্যের সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হয়েছে। এরও প্রভাব পড়ে ভোটারদের মাঝে। বিশেষ করে সোনিয়ার বিদেশিনী ইস্যুকে আসলে কেউই মেনে নিতে না পারায় বিজেপি বিরাট এক ধাক্কা খায়।

কংগ্রেস সরকার গড়ছে : বাজপেয়ির সহযোগিতার আশ্বাস

শেষ পর্যন্ত ভারতে দীর্ঘ ৮ বছর পর কংগ্রেস সরকার গড়তে চলেছে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সর্বশেষ কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পিভি নরসিমাহ রাও। এদিকে নির্বাচনে পরাজয়ের দায় স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি নতুন সরকারকে সার্বিক

সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। ১৩ মে রাতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে বলেছেন, তিনি লোকসভায় বিরোধী নেতার ভূমিকা নেবেন। তিনি এদিন রাষ্ট্রপতির কাছে ইস্তফাপত্র দেয়ার পর দেশবাসীর উদ্দেশে এক ভাষণে বলেছেন, তিনি দেশ ও জাতির স্বার্থে সরকারকে সব রকম সহযোগিতা করবেন। জয়-পরাজয় জীবনের অঙ্গ। সরকার থেকে সরেছেন, কিন্তু দেশের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ফুরোয়নি। তিনি জম্মু কাশ্মীরের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন, তারা যেভাবে মার্কসবাদীদের উপেক্ষা করে গণতন্ত্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাতে তিনি গর্বিত।

সোনিয়াই প্রধানমন্ত্রী

প্রথমদিকে অরাজি থাকলেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীই ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। যদিও ইতিমধ্যে নাম উঠে এসেছে কংগ্রেস নেতা মনমোহন সিংয়েরও। সোনিয়া প্রথম দিকে চাইছিলেন না প্রধানমন্ত্রী হতে। তার পুত্র-কন্যাও এতে সায় দেননি। চাপ আসে দলীয় নেতাদের কাছ থেকে। বাম শরিকরাও জানিয়ে দেয়, সোনিয়া প্রধানমন্ত্রী হলে তাদের আপত্তি নেই। কোলকাতার প্রধান কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুও বলেছেন, সোনিয়া ভারতীয় নাগরিক। সুতরাং তার প্রধানমন্ত্রিত্বে আপত্তি কেন? জ্যোতি বসু আরো বলেছেন, বাম দলগুলো কংগ্রেসকে সরকার গড়তে সাহায্য করবে। যদিও বহুজন সমাজপার্টি নেত্রী মায়াবতী ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, তার দল কংগ্রেসকে সরকার গড়তে সাহায্য করবে। অন্যদিকে, মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টির সাধারণ সম্পাদক অমর সিংও বলেছেন, তার দলও কংগ্রেসকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত। তারা কখনো বিজেপিকে সমর্থন দেবে না।

এদিকে সর্বশেষ যে খবর পাওয়া গেছে, তাতে কংগ্রেস জোটই বাম দলগুলোর সাহায্য নিয়ে সরকার গড়তে পারছে। মায়াবতী বা মূলায়মের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

সোনিয়ার সামনে চ্যালেঞ্জ

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

সোনিয়ার নেতৃত্বে মধ্য-বাম কোয়ালিশন গঠিত হতে যাচ্ছে ভারতে, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সন্দেহ, রাজনীতিতে আনাড়ি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নাড়ির সম্পর্কহীন সোনিয়া কি আসছে দিনগুলোতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারবেন? অবাক করা বিজয়ের পর সোনিয়ার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে এখন প্রমাণ করতে হবে তারা কার্যকরভাবে দেশ চালাতেও সক্ষম।

ভারত স্বাধীন হয়েছে ৫৩ বছর। এর মধ্যে ৩৮ বছরই শাসন করেছে কংগ্রেস। কিন্তু কোয়ালিশন সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের নেই। অতীতে দলটি নির্ভর করেছে শক্তিশালী নেতৃত্বের ওপর। আর সত্যি বলতে কি, দলটি বিরোধিতার মুখেও পড়েছে কম। কিন্তু এবার প্রায় ১৫টি পার্টির একটা জোটসহ তাদের সরকার চালাতে হবে। কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপরের মহলের রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার কথা বিবেচনায় আনলে এটি একটি কঠিন সমস্যা। কোয়ালিশনের শরিক প্রত্যেকটা দলের নিজস্ব রাজনৈতিক দাবি মেটাতে কংগ্রেসকে হিমশিম খেতে হতে পারে।

সবচেয়ে চ্যালেঞ্জটি আসতে পারে কমিউনিস্ট পার্টির তরফে, যাদের ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষে সরকার গঠন সম্ভব নয়। বামপন্থী দলটি ইতিমধ্যেই লাভজনক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কলকারখানা ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দেয়ার বিরোধিতা করেছে। বিজেপি সরকারের গৃহীত এই নীতির পক্ষে কংগ্রেসে সমর্থনের অভাব না থাকলেও জোটের অন্যতম শরিকদের বিরোধিতার মুখে কংগ্রেস কতদূর কি করতে পারে তাই এখন দেখার বিষয়। কেননা, বামপন্থী চাপের কাছে নতি স্বীকার করলে দেশটির অর্থবাজার এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

চূড়ান্ত ফলাফল

মোট আসন ৫৪৩, ঘোষিত ৫৩৯

কংগ্রেস জোট	২১৯
বিজেপি	১৮৮
অন্যান্য	১২৯
বামপন্থী জোট	৬৬

(অন্যান্যের মধ্যে ধরা হয়েছে)

পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল

মোট আসন ৪২ । বামফ্রন্ট ৩৫

সিপিআই(এম)	২৬
সিপিআই	৩
ফরোয়ার্ড ব্লক	৩
আরএসপি	৩
কংগ্রেস	৬
তৃণমূল	১
বিজেপি	০

এক নজরে ভারতের লোকসভা নির্বাচন সমীক্ষা

মোট আসন ৫৪৩ : প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষা ২০০৪

	স্টার নিউজ	জিটিভি	এনডিটিভি/এক্সপ্রেস	দ্য উইক	ইন্ডিয়া টুডে	আউট লুক
বিজেপি জোট	২৭১-২৮৩	২৬৫+	২৮৭-৩০৭	২৩০-২৬৫	৩৩০-৩৪০	২৮০-২৯০
কংগ্রেস জোট	১৫৮-১৭০	১৯৬+	১৪৩-১৬৩	১৭০-২০০	১০৫-১১৫	১৫৯-১৬৯
অন্যান্য	১০২	৭৫	৯০-১০০	৯৫-১১৫	৯৫-১০৫	৮৯-৯৯

বুথ ফেরত সমীক্ষা ২০০৪ : মোট আসন ৫৪৩

	স্টার নিউজ	আজতক	সাহারা টিভি	জি নিউজ	এনডিটিভি	
বিজেপি জোট	২৬৩-২৭৫	২৪৮	২৬৩-২৭৮	২৪৯	২৩০-২৫০	
কংগ্রেস জোট	১৭৪-১৮৬	১৮৯	১৭১-১৮১	১৭৬	১৯০-২০৫	
অন্যান্য	৮৬-৯৮	১০৫	৯২-১০২	১১৭	১০০-১২০	

বিগত তিনটি নির্বাচনের ফলাফল

বিগত তিনটি নির্বাচনের ফলাফল (উল্লেখযোগ্য দলগুলোর)

ক্রঃ নং	দলের নাম	১৯৯৬	১৯৯৮	১৯৯৯
১.	বিজেপি	১৬০	১৭৬	১৮২
২.	কংগ্রেস	১৩৬	১৪০	১১৪
৩.	জনতা দল	৪৪	৭	
৪.	সিপিআই(এম)	৩২	৩২	৩৩
৫.	সিপিআই	১১	৯	৪
৬.	তেলেগু দেশম	১৬	১২	২৯
৭.	অসম গণপরিষদ	৫		
৮.	সমতা পার্টি	৬	১২	
৯.	হরিয়ানা বিকাশ পার্টি	৩		১
১০.	শিবসেনা	১৫	৭	১৫
১১.	আকালি দল	৮	৮	২
১২.	এসপি (সমাজবাদী পার্টি)	১৬	২০	২৬
১৩.	বিএসপি	৯	৪	১৪
১৪.	ডিএমকে	১৭	৬	১২
১৫.	টিএমসি (তামিল মানিলা কংগ্রেস)	২০	৩	
১৬.	তৃণমূল কংগ্রেস		৭	৮
১৭.	রাষ্ট্রীয় জনতা দল		১৭	৭
১৮.	এআইএডিএমকে		১৮	১০
১৯.	বিজেডি		৯	১০
২০.	সংযুক্ত জনতা দল			২১
২১.	লোকদল			৫
২২.	জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি			৮
২৩.	ন্যাশনাল কনফারেন্স			৫

এক নজরে ২৭ বছরের বামফ্রন্টের ফলাফল

১৯৭৭	**১৯৮০**	**১৯৮৪**
বামফ্রন্ট-২৩	বামফ্রন্ট-৩৮	বামফ্রন্ট-২৬
সিপিএম-১৭	সিপিএম-২৮	সিপিএম-১৮
১৯৮৯	**১৯৯১**	**১৯৯৬**
বামফ্রন্ট-৩৭	বামফ্রন্ট-৩৭	বামফ্রন্ট-৩৩
সিপিএম-২৭	সিপিএম-২৭	সিপিএম-২৩
১৯৯৮	**১৯৯৯**	**২০০৪**
বামফ্রন্ট-৩৩	বামফ্রন্ট-২৯	বামফ্রন্ট-৩৫
সিপিএম-২৪	সিপিএম-২১	সিপিএম-২৬

সরকারি ব্যাংকসমূহের শেয়ার বিক্রি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এয়ার-ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বেসকারিকরণ, তেল শিল্পের বিরাষ্ট্রীয়করণসহ আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে সোনিয়াকে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, নতুন সরকারকে এক পর্যায়ে বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তেলের দাম বাড়াতে হবে। কিন্তু কমিউনিস্ট ও অন্য মিত্ররা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করতে পারে।

সরকারের সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক খাতটি হবে সোনিয়ার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে বিজেপির অর্থনৈতিক খাতে 'শাইনিং ইন্ডিয়া' স্লোগান জনগণের মন ভরায়নি।

পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টিও সোনিয়াকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে।

সোনিয়া ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, বাজপেয়ি যা শুরু করেছিলেন অর্থাৎ পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা তার সরকারও ধরে রাখবে। আগামী কয়েক মাসে দু'দেশের সরকারি পর্যায়ের অনেকগুলো আলোচনার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে আছে। এর মধ্যে একটিতে পাকিস্তান ও ভারত নিয়ন্ত্রিত গোলযোগপূর্ণ কাশ্মীরে বাস চলাচল নিয়ে আলোচনার কথা রয়েছে।

অনেক বিশ্লেষকের আশঙ্কা, শান্তি আলোচনার গতি কমে যেতে পারে। কেননা, বাজপেয়ি-মোশাররফ ব্যক্তিগত সম্পর্ক আলোচনায় গতি সঞ্চার করেছিল। অনেকের ধারণা, এ ধরনের একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে সোনিয়ার সময় লাগবে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাজপেয়ির সরকার গড়ে তুলেছিল, তা বজায় থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। যদিও আমেরিকার সঙ্গে দহরম-মহরমকে বামপন্থীরা কখনোই ভালো চোখে দেখেনি। পাশাপাশি ভারতের ইসরায়েল নীতিরও সমালোচনা তারা করেছে। বামপন্থীরা মনে করে, আরব দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে ইসরায়েলকে বন্ধু বানানোর কাজটি ফলদায়ক নয়।

এ ছাড়া বিজেপির সার্ক পলিসিরও পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে সোনিয়াকে। আগের সরকার সার্ককে একেবারে অকার্যকর করে রেখে গেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, বিএসএফের অসংযত আচরণ, অ্যান্টি-ডাম্পিং, বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে প্রচারণার বিষয়গুলোও সোনিয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে।